Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য : ২ টাকা

মাসিক

Vol : XV Issue : III, 15th June, 2025. ৩১শে আষাঢ়, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

আজ শুক্রবার, সম্পাদকীয় লেখার জন্য কম্পোজারের বারবার তাগাদা সত্ত্বেও, আমার লেখনী মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবারের বারবেলা শব্দটি বহুদিন ধরে আমাদের কাছে অপয়ালগ্ন বলে পরিচিত। এই পরিচিতি যে এইভাবে বাস্তবায়িত হবে তা কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে বিকেলের আগে আমরা বুঝতে পারিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আড়াইশো জনের মৃত্যু শুধু ভারতবাসী নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিমূঢ় করে দিয়েছে। আমাদের সকলের তরফ থেকে সেই হতভাগ্য পরিবারগুলোকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

জানি না এই বীভৎস্য ঘটনার প্রকৃত কারণ কখনও উৎঘাটিত হবে কিনা! শুধু কয়েকটি জিনিস আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল এবং বেশ কিছু প্রচলিত মিথকে মিথ্যা প্রমাণিত করল। প্রথমত, বেসরকারিকরণ সর্ব রোগের চিকিৎসা এটা ভুল প্রমাণিত হল। দ্বিতীয়ত সর্বশক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত সামগ্রী যে, সর্বদা বিশ্বমানের হয় না তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল। এখন তো গুগল খুললেই বোয়েইং-এর কীর্তিকলাপ নিয়ে নানা লেখা বেরোচ্ছে। ১২ জুন আমেদাবাদে যে Boeing 787-8 ড্রিমলাইনারটি ভেঙে পড়েছে, সেটি আমেরিকার The Boeing Company-এর একটি জনপ্রিয় পণ্য। 2017 সালেই, কর্মরত Quality Control Manager, জন বারনেট, হুইসেলব্লোয়ার হিসেবে বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান, এমনকি কোর্টেও যান। তার অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হয় এবং প্রশাসন কোম্পানিকে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেয়। যথারীতি কোম্পানি, জন বারনেটকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে। নাছোড়বান্দা জন ২০২৪ সালের ৯ মার্চ সমস্ত প্রমাণসহ আদালতে বোয়েইং-এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গেছিলেন। হোটেলের পার্কিং লটে ট্রাকের ভেতর থেকে তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটা আত্মহত্যা বলে প্রচারিত হয়। পুঁজিবাদের যাত্রা অবাধ রইল। ড্রিমলাইনারের উড়ান অব্যাহত রইল। মোদী-ট্রাম্প ঐক্য জিন্দাবাদ!

প্রস্তাবিত বৃদ্ধাবাসের জন্য আমাদের আবেদন আশানারূপ সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা আবারও সমস্ত সদস্য-সদস্যা এবং সহানুভূতিশীলদের কাছে আবেদন করছি যথাসাধ্য সাহায্য করুন, বৃদ্ধাবাস স্থাপনে এগিয়ে আসুন।

বিজ্ঞপ্তি

গত ১ এপ্রিল থেকে ২০২৫-২০২৬ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে।
অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ১০০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
যারা এখনও সদস্যপদ নবীকরণ করেননি, তাদেরকে অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে।

বয়স্ক নির্যাতন

অশোক রঞ্জন ধর

দেশে-বিদেশে প্রায় সর্বত্র রাষ্ট্রীয়, সামাজিক স্তরে দুর্নীতি, দুষ্কৃতী, খুন, গণহত্যা, অত্যাচার, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রভৃতি বেড়ে চলেছে। এটা দেখা যায় যে সমাজে যখন দুষ্কৃতী বৃদ্ধি পায় তখন সর্বাগ্রে ও সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় সমাজের দুর্বলতর অংশ। যার মধ্যে পড়ে শিশু, নারী ও প্রবীণরা। এদের মধ্যে আবার প্রবীণরাই নির্যাতিত হয় বেশি। কারণ এঁরা প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে অক্ষম ও সরব নয়। আক্রমণ ঘটে পরিবার ও সমাজ উভয় দিক থেকেই। এই নিগ্রহ বা নির্যাতনের মধ্যে একটি সর্বজনীন রূপ থাকলেও গ্রাম-শহর, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উঁচুজাত-নীচুজাত প্রভৃতিতে কিছু পার্থক্য আছে।

১৯৭০-এর দশক থেকে বয়স্কদের উপর নির্যাতন জনসাধারণের দৃষ্টি আর্কষণ করে আসছে। বয়স্কদের মানবাধিকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

১৯৯৭ সালে অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত ১৬তম বিশ্ব জেরোন্টলিজ কংগ্রেসে বয়স্ক নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা হয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আন্তর্জাতিক বয়স্ক নির্যাতন প্রতিরোধ নেটওয়ার্ক (International Network for the Prevention of Elder Abuse-INPEA) এর জন্ম হয়।

"Action on Elder Abuse, England" প্রবীণ নির্যাতনের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এবং পরে INPEA সেটি গ্রহণ করে। সংজ্ঞাটি হলো– "একবার বা বারবার তেমন নির্যাতন তথা যথাযথ ব্যবহারে (আচরণে) ঘাটতি, যা ঘটে থাকে কোনো পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে, যেখানে আস্থা বা বিশ্বাসের প্রত্যাশা জড়িত রয়েছে, যা বয়স্ক মানুষের ক্ষতি বা দুর্দশার কারণ ঘটায়।" [A single or repeated act on lack of appropriate action, ocuring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person.]

প্রবীণ নিগ্রহকে সাধারণতঃ ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ১) শারীরিক নিগ্রহ, ২) মানসিক নির্যাতন, ৩) আর্থিক নির্যাতন, ৪) উপেক্ষা/অবহেলা, ৫) যৌন নির্যাতন।

নিগ্রহের প্রকৃতি ও ধরন বিশ্লেষণ করে প্রবীণ নির্যাতনের যে কারণগুলি পাওয়া যায় সাধারণতঃ সেগুলি হলো– ১) দারিদ্র, ২) সম্পত্তির অভাব, ৩) একগুয়ে মনোভাব/রুক্ষ আচরণ, ৪) নির্ভরশীলতা, ৫) অক্ষমতা/অসুস্থতা, ৬) সম্পত্তি হস্তান্তরে অনিচ্ছা, ৭) অন্যান্য অবস্থার চাপ।

দেখা গেছে শুধুমাত্র একটি কারণই প্রবীণদের নিগ্রহ, অপমান, তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা ও অবহেলার জন্য দায়ী নয়, তবে আর্থিক অসচ্ছলতা ও অসুস্থতার জন্য নির্ভরশীলতা নিগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ।

বর্তমানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রায় লুপ্ত। অণু-পরিবারের যুগ। তবু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের পরিবারে সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে থাকতে চান এবং আমাদের দেশের বেশিরভাগই তাই থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই নিগ্রহকারীরা খুব কাছের মানুষ এবং প্রিয়জনই হয়। যেমন- ১) জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী, ২-৩) পুত্র-পুত্রবধূ, ৪-৫) কন্যা-জামাতা, ৬-৭) নাতি-নাতনী, ৮)

অবশ্যই কিছু অনাত্মীয় (যেমন-Care-giver)

W. H. O. এর পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবী ব্যাপী ৪-৬ শতাংশ প্রবীণ কোন না কোন প্রকারে নিগৃহীত হন; যদিও নিগ্রহের একটা বিরাট অংশই Unreported থাকে।

আমাদের রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ) গবেষকদের তথ্যে দেখা যায় প্রবীণ নিগ্রহের হার ৮ শতাংশ (পুরুষ-৭.২% এবং মহিলা- ৭.৯%) এবং গ্রামে শহরের চেয়ে বেশী। (সূত্র : The Status fo Elderly in W. Bengal, 2011; Contributed by Indrani Chakravarty, Moneer Alam, Sumit Majumdar & Pratima Yadav)

বিশ্বসাস্থ্য সংস্থার (WHO) সাথে INPEA-এর অংশীদারিত্বের ফলে বিভিন্ন গবেষণার অনুমোদন পাওয়া যায়। ফলে WHO ২০০৬ সালের ১৫ই জুন দিনটিকে "বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস" [World Elders Abuse Awareness Day- WEAAD] হিসাবে চিহ্নিত করেছেন INPEA-এর অনুরোধ ক্রমে United Nations ২০১১ সালে ১৯শে ডিসেম্বর (Resolution 790-66/129) এই দিনটিকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর ২০১২ সাল থেকে প্রতি বৎসর ১৫ই জুন দিনটি বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস [WEAAD] রূপে পালিত হয়ে আসছে।

১৫ই জুন পালনের জন্য প্রতিবৎসর একটি Theme (প্রতিপাদ্য বিষয়) নির্বাচিত হয়। গত কয়েক বৎসরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল–

২০২২- বয়স্ক নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই।

২০২৩- বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার (Gender Based Violence) মোকাবিলা, নীতি আইন এবং প্রমাণ ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া।

২০২৪- জরুরি পরিস্থিতিতে বয়স্ক ব্যক্তির উপর আলোকপাত।

বয়স্কদের প্রতি নির্যাতন নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক সমস্যা। কাজেই এর সমাধানের জন্য সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। স্কুল-কলেজে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া, টিভি, রেডিও- সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বয়স্ক-নির্যাতন নিয়ে অনেক বেশী আলোচনা করা প্রয়োজন। বয়স্কদের মধ্যে জনসংযোগ তৈরি করা, তাঁদের মোবাইল ব্যবহার করা, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে সক্ষম করা যাতে তাঁরা নিজের পরিবার-প্রতিবেশীর বাইরেও কারও থেকে নির্দ্বিধায় প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারেন।

ডিমেনশিয়া/বয়সজনিত স্মৃতিভ্রংশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, নিগ্রহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন, বৃদ্ধাবাসগুলিতে যত্নের মান উন্নত করা- এসবই নিগ্রহ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা। অনেক সময় এমন হয় যে, পরিবার-পরিজন নিজের অজান্তেই এমন কিছু ব্যবহার করে ফেলেন তাদের আশেপাশে থাকা বয়স্কদের সঙ্গে যে তা নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে বিশদে আলোচনা করা নির্যাতন কমানোর অন্যতম কার্যকরী উপায়।

বিশেষ করে বৃদ্ধাশ্রমের কর্মীদের, সর্বস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের ও শুশ্রুষাকারী আয়াদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরী।

বার্ধক্য অনিবার্য- কিন্তু বার্ধক্যের দিনগুলি যাতে কষ্টকর না হয়ে ওঠে সে দায়িত্ব আমাদের সকলের, তাই ডাক দেওয়া হয়েছে 'বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস'-এর। দিনটি হচ্ছে- ১৫ জুন। উদ্দেশ্য একটি বয়স্ক-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। সবাই যদি এই লক্ষ্যে শামিল হই তবে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে একটি নিগ্রহহীন জগৎ তৈরি করতে সফল হব।

উদীয়মান সূর্যের দেশে

সমীর কুমার ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

লাঞ্চ পর্ব মিটতেই গাড়ি আবার ছুটতে থাকে। লক্ষ্য তাওয়াং। সেলা পাস অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছতে হবে তাওয়াং। এখন দুপুর, চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে লম্বা বাঁশের মাথায় রঙ্গীন কাপড়ের প্রার্থনা পতাকা বা ভূত তাড়ানোর পতাকা পত পত করে উড়ছে। দুরন্ত চড়াই ভেঙ্গে এঁকেবেঁকে পাহাড়ী পথে গাড়ি চলে এগিয়ে। পথের পাশ দিয়ে বয়ে যায় বরফগলা জলধারা। সে কারণে পথ রয়েছে সর্বদা ভিজে ও কর্দমাক্ত। গাড়ি যতই এগোতে থাকে পথের ধারে বরফের পরিমাণ ততই বাড়তে থাকে। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে হিম শীতল বাতাস। যত এগোতে থাকি তাকিয়ে দেখি চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। বুঝতে পারছি সেলা পাসের কাছে চলে এসেছি। এখন বরফের উপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। রাস্তার দু'ধারে স্তূপাকৃতি বরফ জমে আছে। একটু অসাবধান হলেই গাড়ি স্কিড করে বিপদ ঘটতে পারে। একটা বাঁক ঘুরতেই বরফের প্রতিকূলতা ভেদ করে পৌঁছে গেলাম সেলা পাস। গেটের মাথায় লেখা "Welcome to Tawang"।

পৌঁছে গেছি সেলা পাস-এ, উচ্চতা ১৩,৭০০ ফুট। কন কনে ঠান্ডা, সঙ্গে রয়েছে ঝোড়ো বাতাস। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। আশপাশের সবকিছুই বরফে ঢাকা। এখনও আকাশের মুখভার, মেঘ আর কুয়াশায় মাখামাখি। যদিও এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে, সূর্য ঢলে পড়তে চলেছে পশ্চিমাকাশে। সমগ্র অঞ্চলটা মেঘ আর কুয়াশার চাদরে মোড়া। পাশের লোককে ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হয় কিছু অবয়ব চলা ফেরা করছে।

হঠাৎ সূর্যমামার ক্ষণিকের দর্শণ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ক্যামেরার শাটার পড়ার ক্লীক্ ক্লীক্ শব্দ। হাতের আঙুলের সাড় না থাকায় ক্যামেরার শাটার পড়ে না, ভাবি ক্যামেরা বুঝি বিগড়ে গেল। গাড়িতে উঠে হাত ঘষে ক্যামেরার শাটার টিপতেই আবার ছবি ওঠে। 'Tawang' লেখা গেটের কাছে রয়েছে সেলা লেক। কিন্তু কোথায় কি? লেকের অস্তিত্ব বোঝা মুশকিল। জল জমে বরফ হয়ে গেছে এবং তার উপর হয়েছে প্রচুর তুষারপাত ফলে সব একাকার। আর ঘন মেঘের চাদর ভেদ করে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। শুধু জানলাম মনোরম লেকটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ কেউ একে বলে থাকেন প্যারাডাইস লেক। গেটের কাছে রয়েছে ছোট্ট শিবমন্দির। সেও যেন বরফের মন্দির। ছাদ, চূড়া সব তুষারাচ্ছাদিত। প্রবল ঠান্ডা বাতাসের দাপট সহ্য করা যাচ্ছে না, পায়ের উপর বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছে না, সত্যি বলতে কি আমাদের উপযুক্ত পোশাকই নেই, হয়ত সেজন্য ঠান্ডায় কষ্ট হচ্ছে বেশি।

মাত্র আধঘন্টা শেলা পাসের উপর দাপাদাপি করে গাড়িতে উঠি। পথ এবার উৎরাই। উৎরাই পথ বাঁক নিতে দেখি বিস্তীর্ণ তুষার রাজ্যের এক ভুবন ভোলান ছবি। চোখ জুড়িয়ে যায়। চলন্ত গাড়ি থেকে ছবি নিতে চেষ্টা করি, পারি না। শুধু দেখি, দু-চোখ মেলে দেখি দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়গুলো স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন হাতের নাগালে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এরকম নয়নলোভন দৃশ্য দেখতে দেখতে ১৪ কি.মি. পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হই 'যশোবন্ত গড়ে'। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে

গাড়োয়াল রাইফেলের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ান সদস্য যশোবন্ত সিং রাওয়াত একক প্রচেষ্টায় চীনের আগ্রাসনকে রুখে দিতে যে অদম্য প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই অমর কাহিনী ভারতীয় সৈনিকদের কাছে সর্বদা অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি একা ৭২ ঘন্টা চীনা সৈন্যদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং মারা যান। তাঁর সেই বীরত্বের স্মরণে এই স্মৃতি মন্দির। যশোবন্ত গড় ও সেলা পাস এই দুই নামের মধ্যে এক সুসম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। এবার সেই প্রসঙ্গে আসি। জনশ্রুতি সেলা ও নুরা দুই বোন। সেলা ছিলেন এক মনপা গৃহকর্ম্মী। তিনি ভারতীয় তরুণ সৈনিক যশোবন্তের প্রেমে পড়েছিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সেলা ও নুরা দুই মনপা কন্যা যশোবন্তের সহায়তায় এগিয়ে আসেন এবং এঁদের সাহায্য পেয়ে বীর যোদ্ধা যশোবন্ত এই পর্বত গিরিপথে বিশাল চীনা সেনা বাহিনীকে ৭২ ঘন্টা আটকে রাখেন। পরে চীনা বাহিনী সেলাকে হত্যা করে নুরাকে বন্দী করেন। বার বার অবস্থান বদল করে রাওয়াত শত্রু সৈন্য দলকে আটকে রাখেন পরে চীনারা একজন স্থানীয় সরবরাহকারীকে বন্দী করে জানতে পারে যে, তারা কেবল একজন যোদ্ধার বিরুদ্ধেই তিন দিন যাবৎ মরণপথ লড়াই করছেন। চীনারা তখন রাওয়াতের সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করে এবং সেখানে হামলা চালায় এবং রাওয়াতকে হত্যা করে। এই যুদ্ধে সেলা ও নুরা চীনা সৈনিকদের অগোচরে যশোবন্তকে নিয়মিত খাবার, জল এমনকি যুদ্ধ উপকরণও সরবরাহ করতেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী পরবর্তীকালে যশোবন্ত সিংয়ের বীরত্ব গাথা যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে যশোবন্ত গড় স্মৃতি সৌধ তৈরি করেন আর সেলার আত্মত্যাগের জন্য সেলার নামে পাস ও লেকের নামকরণ করেন। আর জং বাজারের কাছে রয়েছে একটি অপরূপা ঝর্ণা এই ঝর্ণা ও ঝর্ণা নদীর নাম রাখা হয় নুরার নামে নুরানাং জলপ্রপাত ও নুরানাং নদী। মনে করা হয় সেলা গিরিপথ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের মানুষের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র স্থান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই গিরিপথ দিয়েই অসম ও তিব্বতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

যশোবন্ত গড়ে সামান্য বিরতি দিয়ে আমরা জং-এর পথে এগিয়ে চলি। এপথে কিছুটা এগোনর পর পশ্চিমাকাশে অরুণাচলে অবস্থিত গৌরিচেন শৃঙ্গের এক ঝলক দর্শন মেলে। পরক্ষণেই ঢাকা পড়ে যায় সাদা মেঘের চাদরে। পথ কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। আস্তে আস্তে আঁধার নামে। অন্ধকারের গহ্বর ভেদ করে গাড়ি চলে। কয়েকটা ছোট ছোট জনপদ পার হয়ে পৌঁছে যাই তাওয়াং চ্যুর কাছে। এখান থেকে সামান্য চড়াই পথে গাড়ি এসে থামে তাওয়াং ট্যুরিস্ট লজের সামনে। ঘড়ির সময় অনুযায়ী রাত ৮টা। লজের ক্যান্টিনে ডিনার পর্ব চুকিয়ে যে যার ঘরে প্রবেশ করি। আমি, দীপকদা আর নাগদা একই ঘরে আছি।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,০৫৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়ী শহর তাওয়াং। জেলার নামেই শহরের নাম। পাহাড়ের ঢালে ঘর, বাড়ি। শীতের প্রভাব যথেষ্ট। এসময় দিনের বেশির ভাগ সময়েই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। সূর্যিমামার দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। এখানকার আবহাওয়া নাকি এরকমই। বোমডিলা থেকে দূরত্ব মাত্র ১৮০ কি.মি. হলেও পৌঁছতে লেগে গেল প্রায় সারাদিন। পশ্চিম কামেং জেলার অংশবিশেষ নিয়ে তাওয়াং জেলা নির্মিত হয়েছিল। জেলার পশ্চিমে ভূটান ও উত্তরে তিব্বত অবস্থিত। তাওয়াং অঞ্চলে মূলত মনপা উপজাতীয় মানুষের বাস। ষষ্ঠ দালাই লামা (সাংগাইং গ্যটসো) তাওয়াং-এ জন্মগ্রহণ করেন। সেকারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এখন এখানে লোসার উৎসব চলছে। লজের প্রাঙ্গনেই উৎসবের আয়োজন হয়েছে। আমরাও এই

উৎসবে শামিল হয়েছি। এ অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে এসে প্রাণের উৎসবে যোগ দিয়েছেন। এ-এক মহোৎসব কারণ লোসার উৎসব তিব্বতি নববর্ষের সূচনা করে, তাওয়াংবাসীরা এদিন মঠে যান এবং প্রার্থনা করেন। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান সবই চলছে সারাদিন-রাত।

Mr. Kapakohlie, ডেপুটী কমিশনার, তাওয়াং-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যেদিয়ে ওদের প্রাণের উৎসবের শুভ সূচনা করেন। একটি হৃষ্টপুষ্ট মিথুন আনা হয়েছে যা এই উৎসবের নামে উৎসর্গীকৃত। মিথুন হল গার্ডর ও মহিষের মিশ্রণ একটি সংকর জাতীয় প্রাণী যা অরুণাচল রাজ্যের জাতীয় পশুর মর্যাদা পেয়েছে আর এদেশের পক্ষিকুলের মধ্যে এই মর্যাদা পেয়েছে 'হর্নবিল' পাখি। হর্নবিলের পালক এদেশের পুরুষরা টুপীতে লাগিয়ে রাখেন। মহোৎসবের মহাভোজ হবে মিথুন বলি দিয়ে। মিথুনের মাংস উপহার বা প্রসাদ হিসাবে গৃহস্থদের বিতরণ করা হবে। বিশ্বাস মিথুনের রক্ত চাষের জমিতে ছড়িয়ে দিলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় পোষাকে আবৃত হয়ে পুরুষ ও মহিলা সঙ্ঘবদ্ধ নৃত্য পরিবেশন করছেন। উৎসবে নাচ-গান, পান ভোজন-এর ব্যাপক আয়োজন।

ছোট অনাড়ম্বর আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের কিছুটা দেখে দীপকদা ও আমি বেড়িয়ে পড়ি তাওয়াং মনাষ্ট্রি দেখার উদ্দেশ্যে। ২.৫ কি.মি. পথ। আমরা পাহাড়ী পথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে চললাম। বাকীরা খানিক পর বাসে আসবেন। রাস্তার দু'পাশে বেশ কয়েকটি পাকা বাড়ি। বাড়ির আশপাশে শীতের বরফ জমে আছে। গাছ-পালা কম। দশ হাজার ফুটের অধিক উচ্চতায় গাছপালা বিশেষ না থাকারই কথা। পাহাড়ের দৃশ্য ভারী সুন্দর। আধ ঘন্টা হাঁটার পর চোখে পড়ল দূরে এক পাহাড়ের মাথায় স্তম্ভ। এদিকে চারদিন পাহার ঘেরা, গাছ গাছালিতে ভরা। তাওয়াং বৌদ্ধ মঠটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মঠের মর্যাদা পেয়েছে। মঠটির পুরো নাম 'তাওয়াং গালদান নামগিয়ে লাতসে'। এক কথায় অপূর্ব, অবর্ণনীয়। মঠের প্রবেশ পথে রয়েছে রঙিন কারুকার্যমন্ডিত একটি কাঠের গেট। এটিকে বলা হয় কাকালিং। অনেকটা কুঁড়ে ঘরের মতো দেখতে। কাকালিংয়ের ছাদে মন্ডল রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ দেয়ালে দেবতা ও লামাদের আঁকা ম্যুরাল রয়েছে। যা সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঠটি তিনতলা এবং ৯২৫ ফুট দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। কমপ্লেক্সের মধ্যে ৬৫টি আবাসিক ভবন রয়েছে। বলা যায় একটি বৃহৎ প্রাসাদের মতো বিস্তৃত মঠটির মধ্যে একটি স্কুল ও বৌদ্ধ-সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের জন্য একটি কেন্দ্র রয়েছে। মঠের প্রবেশদ্বারের পশ্চিমে রয়েছে প্রধান মন্দিরটি যেটি "দুখাং" নামে পরিচিত। 'ডু' মানে 'সমাবেশ' আর 'খাং' মানে 'ভবন'। এটি ১৮৬০-৬১ সালে নির্মিত হয়েছিল। এখানে ১৮ ফুট উচ্চতার একটি বিশাল বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে, মূর্তিটির মাথা প্রথম তলা পর্যন্ত প্রসারিত। বুদ্ধ মূর্তির পাশে একটি রৌপ্য পাত্র রয়েছে সেখানে দেবী স্রো দেবীর (পালভেন লামো) একটি বিশেষ থাংকা রয়েছে এবং ইনি হলেন মঠের অভিভাবক দেবতা। মঠের প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহের টানে দূর দূরান্ত থেকে ইতিহাসবিদ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এই মঠে আসেন। পুরো দ্বিতীয় তলায় রয়েছে বিশাল লাইব্রেরী। এক তলায় নবনির্মিত একটি মিউজিয়ামে রাখা রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্রের ব্রোঞ্জ মূর্তি, বহু প্রাচীন পুঁথি, কাঠের পাত্র, দীপদান, মুখোশ, অস্ত্রশস্ত্র, এবং লামাদের ব্যবহৃত পোষাক ইত্যাদি। এই চিত্তাকর্ষণ মঠটি ৫ম দালাই লামা 'নগাওয়াং লোবসাং গিয়াতসোর' ইচ্ছানুসারে মেরাক লামা লোদে গিয়াতয়ো ১৬৮০-৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৪তম দালাই লামা চীনা

সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তিব্বত থেকে পালিয়ে ১৯৫৯ সালের ৩০ মার্চ ভারতে প্রবেশ করেন এবং ১৮ এপ্রিল অসমের তেজপুর পৌছানোর আগে তাওয়াং মঠে কিছু দিন কাটান। একারণে এটি তিব্বতি বৌদ্ধ দের কাছে একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান।

তাওয়াং শহরের আর একটি দ্রষ্টব্যস্থল হল ওয়ার মেমোরিয়াল। শহর থেকে মাত্র ১ কি.মি. দূরে। ১৯৬২ সালে কামেং সেক্টরে চীন-ভারত যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীর সৈন্যদের স্মরণে একটি স্তুপ নির্মিত হয়েছে। এখানে ২৪২০ জন সাহসী সৈনিকের নাম খোদিত রয়েছে যাঁরা দেশ মাতৃকার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্তুপটি ঘিরে প্রার্থনা পতাকা, জাতীয় পতাকা সাথে ২৭টি রেজিমেন্টের পতাকা লাগানো আছে যাঁরা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া রয়েছে সেই সময় যে ধরনের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন আমাদের সৈন্য বাহিনী সে সকল যুদ্ধাস্ত্রের কিছু নমুনা। ওয়ার মেমোরিয়ালটি তুষারাকৃত পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এদৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর। তাওয়াং মেমোরিয়ালটির উচ্চতা ৪০ ফুট।

ওয়ার মেমোরিয়াল দেখে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসি ট্যুরিস্ট লজে। লাঞ্চের পর সারাটা দুপুর কেটে গেল ট্রাইবাল ফেস্টিবাল দেখে। ট্রাইবাল নাচ-গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চটুল হিন্দী ফিল্মের গান। সেই গানের তালে আমাদের সহযাত্রীরাও পা মেলান।

বেথুন ইন্সটিটিউট অব জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

BIGRRC

শহীদ স্মৃতি ভবন

৩৯২-এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৪৫ • দূরাভাষ : ৯৬৭৪৫ ৫৩৪৭৭

বেথুন ইন্সটিটিউট অব জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের যোথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নর্মান বেথুন ট্রাস্টের আবেদন।

গড়িয়ার সুবোধ পার্ক অঞ্চলে (মাস্টারদা সূর্যসেন ও গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চল), অভিজাত এবং শান্ত পরিবেশে একটি বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মূলত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্যই গড়ে উঠবে এই বৃদ্ধাবাস।

আমাদের আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমিত। তাই আমরা জনসাধারণের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করছি।

আমাদের আনেয়ার শাহ রোডস্থ অফিসে যে কোনো কাজের দিন ব্যাক্তিগতভাবে নগদ অর্থ জমা করতে পারেন। অথবা নিম্নলিখিত দুইটি ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি টাকা জমা দিতে পারেন।

২০/০৫/২০২৫

ধন্যবাদান্তে,
গৌতম রায়চৌধুরী
সম্পাদক

BANK A/C DETAILS

1) CENTRAL BANK OF INDIA
392/1, Prince Anwar Shah Road, Kol-45
In the name of BIGRRC, Branch- P. A. Shah Road
A/C No. 1537325386. IFSC CODE- CBINO281663

2) PUNJAB NATIONAL BANK
Branch- Golf Green
In the name of Norman Bethune Trust
A/C No. 0937200100007593. IFSC CODE- PUNB0093720

বৃদ্ধাবাসের বাবা

মৃণাল দত্ত

'তাহলে ওই কথাই রইলো বাপী। তুমি বৃদ্ধাবাসে যাবে না। আর দাদা তো বলেছেই, আমেরিকায় তোমাকে আগামী বছর নিয়ে যাবে। এ'কটা মাস আমার ওখানেই থাকো।'

'কস কি? অবার ঠেলাঠেলি? একবার এখানে আরেকবার ওইখানে? আমি কি তোগো কোলবালিশ– একবার এপাশে আরেকবার অন্যপাশে। যতই কস আমি বৃদ্ধাবাসেই যামু। বুড়াগো লগেই থাকুম।'

'কি যে বলো না বাবা। আমাদের প্রেস্টিজ নেই বুঝি? তোমার যোগ্য ছেলে আছে, মেয়ে আছে, আর তুমি কিনা বৃদ্ধাবাসে? না বাবা তা হয় না।'

'থাম, থাম। সারা বছর তো আগুনের সময়ই পাস না। ডাকলেই কস আইজ পেলাব পড়া, কাল মেয়ের নাচ আর জামাই তো বছরে একবারো আইতে পারে না। অর ব্যাঘাত দিস না। আমার যাওন পাক্কা।'

'তুমি বললেই হলো? এখনো আমার-দাদার সম্পত্তির হিসাব ঠিক করতে পারোনি। তার কি হবে? তাছাড়া মায়ের গয়নাগুলি কার কাছে, কোথায় রেখেছো তা-ও তো জানি না।'

'অঃ বুঝছি বুঝছি। ওই টাকা পয়সা তো? সে সব আমি বাইচ্যা থাকতে তোগোরে দিমু না। সব আধাআধি নিস মরণের পর। অখন যা, বাড়ি যা। মাথা গরম করিস না। মরণের পর যা থাকবো দু'জনেই ভাগ কইরা লইস– এক্কেবারে আধাআধি– কমও না বেশিও না।'

'তা বললে হবে? আমি তোমার একমাত্র মেয়ে আদরের সুমি, মায়ের গয়নাগুলি সব আমার।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। বাড়ি যা। তোর পোলার স্কুল শ্যাস হইয়া গ্যাছে। খা দিয়া। আমার খাওনের সময় হইছে। অখন আর প্যাচাল পারিস না।'

ইত্যাকার বাক্যালাপের পর সুদিনবাবু একটি মনোরম বৃদ্ধাবাসে প্রয়াত স্ত্রী ও বন্ধুদের সঙ্গে ১৪ বছর কাটালেন। একরাতে হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হলো। তিনি মারা গেলেন। মেয়েই কাজকাটি করে সৎকার, শ্রাদ্ধ সব সারলো। দু'দিন বাদে দাদা এলেন– একা। সমমতো আত্মীয়-স্বজনও এলেন। দুই ভাই-বোন ব্যাংকের লকার থেকে বাবার লেখা কাগজ ও অলংকারসমূহ নিয়ে এলো। চিঠিতে লেখা 'আমার বাড়ি, ব্যাংকের টাকা সবই বৃদ্ধদের কল্যাণে বৃদ্ধাবাসে দান করলাম। আর তোমাদের মৃত মায়ের অলংকারাদি আধাআধি পাবে কন্যা সুমি, বৌমা আলি। সবাই ভালো থেকো। তোমাদের হতভাগ্য বাবা।'

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)
১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০
নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে
কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam RoyChowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam RoyChowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in